MAY 19 2002

এইচএসসি পরীক্ষা : বানারীপাড়ার চিত্র

বরিশাল ব্যুরো ও বানারীপাড়া প্রতিনিধি

দূর থেকে দেখলে মনে হবে কার্ফ্যু জারি করা হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ ছাড়া কোনকিছু চোখে পড়ে না চারপাশে। এ দৃশ্য বানারীপাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের। গতকাল শনিবার এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষাও অত্যন্ত কঠোর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই পরিবেশ ছিল বাইশারী ও চাখার কেন্দ্রে। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বানারীপাড়ার প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই ছিলেন সতর্ক। গতকালও পরীক্ষা কক্ষে ঢোকার আগে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করা হয়। 'যুগান্তর' সম্পাদক ও বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি গোলাম সারওয়ার, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুস সালাম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পিয়ার উদ্দিন আহম্মেদ বানারীপাড়া ও বাইশারী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বেলা সোয়া ১১টায় বোর্ড চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বানারীপাড়া কেন্দ্রে পৌঁছেন। যুগান্তর সম্পাদক ও বোর্ড কর্মকর্তারা একে একে বানারীপাড়া কেন্দ্রের সবক'টি কক্ষ ঘুরে দেখেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন নম্বর কক্ষে পরীক্ষা শুরুর আগ মুহূর্তে এক পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহের সময় জনৈক বহিরাগতকে শিক্ষকরা ধরে ফেলেন। এ সময় পুলিশকে অনুরোধ করা হলেও পুলিশ ওই বহিরাগতকে গ্রেফতার করেনি। এ অভিযোগ শিক্ষকদের। ইউএনও বাসুদেব গাঙ্গুলী বিভিন্ন কক্ষে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করেন। হাইস্কুলের ৭ নম্বর কক্ষে এক পরীক্ষার্থীর দেহে নকল পান ইউএনও। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহিষ্কার করা হয়। দুপুর প্রায় ১২টায় যুগান্তর সম্পাদক, বোর্ড চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সন্ধ্যা নদী পার হয়ে যান বাইশারী কেন্দ্রে। সেখানেও পরীক্ষার পরিবেশ ছিল চমৎকার। বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুস সালাম কেন্দ্র দুটি ঘুরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গত বৃহস্পতিবার প্রথম পরীক্ষায় কোন কোন পত্রিকায় বানারীপাড়ার তিন কেন্দ্রে নকল হয়েছে বলে যে খবর ছাপা হয়েছে তার কোন প্রমাণ গতকাল মেলেনি। ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় গতকাল বানারীপাড়ার তিন কেন্দ্রে মোট ছয়জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

বানারীপাড়ায় এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন 'যুগান্তর' সম্পাদক ও বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান (বাঁয়ে); বানারীপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে নেই কোন ভিড়- সুনসান নীরবতা, ভেতরে চলছে পরীক্ষা (মাঝে); কক্ষে ঢোকার আগে নকল উদ্ধার করছেন ইউএনও (ডানে) -যুগান্তর